সরষের মধ্যে ভূত, গ্রেফতার হয়নি অবৈধ ঘাট মালিক !

ময়নাতদন্ত-৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গত বুধবারের বারবেলায় কাঁকসার বিএলএলআরও-সহ চার কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় আগেই গ্রেফতার হয়েছিল সাতজন। শনিবার রাতে কাঁকসা পুলিশ গভীর রাতে আরো পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। আলাউদ্দিন মিয়া, জিয়ারুল মোমিন, নজরুল মোমিন, সৈয়দ আফসর আলি, বিল্লাল মোমিনকে গ্রেফতার করে পুলিশ বিএলএলআরও-সহ ৪ কর্মীকে মারধর করার অভিযোগে। এদের সবার বাড়ি ঘটনাস্থল সাতকাহনিয়ায়। সূত্রের খবর সাতকাহনিয়ার ঘটনায় যুক্ত এক বালি মাফিয়ার ঘনিষ্ঠ এই ৫ জন। তবে এখনও পর্যন্ত সাতকাহনিয়ার অবৈধ বালিঘাট মালিক পুলিশের জালে ধরা পড়ে নি। কাঁকসায় জল্পনা সরষের ভিতর ভূত থাকার কারণেই এখনও আসল কালপ্রিট ধরা পরেনি। কিন্তু সরষে কোথাকার এবং ভূত কারা এই নিয়ে জোর জল্পনা কাঁকসায়। কাঁকসা ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের বেশ কিছু কর্মীর সূত্রে জানা যায়, অভিযানে গেলে বিডিওর কাছে গাড়ি চাইতে হয়। ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকের কোন নিজস্ব গাড়ি থাকে না। অভিযানে যাওয়ার সময় থানার কাছ থেকে ফোর্স চান নি বিএলএলআরও। বিএলএলআরও-র এই অভিযান ছিল একেবারেই আচমকা। ভূমি সংস্কার দপ্তর আর বিডিও অফিস ছাড়া কেউ জানতো না এই অভিযানের কথা। প্রশ্ন উঠছে তবে সাতকাহনিয়ার অবৈধ বালিঘাট মালিকের কাছে কিভাবে বিএলএলআরও সিদ্ধার্থ মজুমদারের অভিযানে যাওয়ার খবর পৌঁছালো। তবে কি বিডিও অফিসের কিম্বা বিএলএলআরও অফিসের কেউ এই খবর পৌঁছে দেয় বালিমাফিয়ার কাছে। কাঁকসা প্রশাসনে এখনও এই ধাঁধার কোন উত্তর মেলে নি। কাঁকসা বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস অবৈধভাবে বালি পাচার হওয়ার সময়ে ট্রাক্টর আর লরি আটক করার কারণে এক বালি মাফিয়ার কাছে হুমকি পান। এই বিএলএলআরও একবার অভিযানে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন বালিমাফিয়াদের কাছে। সূত্রের খবর কাঁকসা বিডিও এবং বিএলএলআরও বালি মাফিয়াদের টার্গেট ছিলেন। আর একা পুলিশ নিয়ে না যাওয়ায় অতি সহজেই বালিমাফিয়াদের শিকার হয়ে যান বিএলএলআরও। কাঁকসার বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, বালি মাফিয়ারা মদত পাচ্ছে বলেই এধরণের ঘটনা ঘটেছে। কাঁকসা পুলিশের জালে মূল বালিমাফিয়া ধরা না পড়ার পিছনে বিএলএলআরও-র দায়ের করা অভিযোগের কারণেই বলে দাবি ব্লক প্রশাসনের একাংশের। ব্লক প্রশাসনের এই অংশের দাবি, বিএলএলআরও অবৈধ বালিঘাট মালিকের নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ না করায় পুলিশের জাল কেটে বেরিয়ে যেতে পারছে এই বালি মাফিয়া। দুর্গাপুর মহকুমা ভূমি সংস্কার দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক সলিল চৌধুরি বলেন, আক্রান্ত হওয়ার সময় চিনতে পারনে নি বিএলএলআরও হামলাকারীদের। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে সাতকাহনিয়ায় যে অবৈধ বালিঘাট চলে এবং যেখান থেকেই হামলা হয় সেই বালি মাফিয়ার বিরুদ্ধে অবৈধ বালিঘাট চালানোর জন্য এফআইআর করা হল না কেন। এই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না প্রশাসনের কাছ থেকে। তবে কি প্রশাসনের একটি অংশ চাইছে বিনা বাধায় চলুক অবৈধ বালিঘাট এবং তাতে প্রশাসনের এই অংশের হাতে আসবে ভালোরকম নগদ নারায়ণ। কাঁকসা পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, তল্লাশি চলছে হামলায় যুক্ত সবাইকেই গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন ব্লক প্রশাসনের একটি অসাধু চক্র নাকি খোদ ভূমি সংস্কার দপ্তরের অসাধু চক্র কি দায়ি হামলার পিছনে।

রবিবার আসানসোলে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ উপলক্ষ্যে পথচলতি বাইক চালকদের হেলমেট পরাচ্ছেন আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। নিজস্ব চিত্র

শিমুলিয়ায় তৃণমূলের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ রবিবার মঙ্গলকোট তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শিমুলিয়া ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় শিমুলিয়া গ্রামে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অপূর্ব চৌধুরী, পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ মুন্সী রেজাউল হক ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ-সহ অনেকে। এদিনকার সম্মেলনে কয়েক হাজার মহিলা কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অপূর্ব চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত ভোট করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। সরকারি প্রকল্প কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথী প্রভৃতি প্রকল্পের কথা গ্রামের ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে হবে। যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এখনও যাদের কাছে পৌঁছায় নি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ উন্নয়ণকে হাতিয়ার করেই আমাদের ভোটে জয়লাভ করতে হবে। ৩৪ বছর ধরে বাম সরকার এলাকার উন্নয়ণের জন্য কিছুই করেনি বলে তিনি অভিযোগ করেন। অপূর্ব চৌধুরী দাবি করেছেন যে, এলাকায় আজ ঢালাই রাস্তা থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পানীয় জল-সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ তৈরি-সহ একাধিক কাজ হয়েছে। ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আজ কাঁচা রাস্তা নেই। আগামীতে আরো বহু উন্নয়ণের কাজ করা হবে বলে তিনি জানিয়ে দেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে, এলাকায় যেভাবে উন্নয়ণমুখী কাজ হয়েছে সেখানে বিরোধীদের কোন জায়গা নেই বলে মন্তব্য করেন।

মাঠে খড় পোড়ানো ক্ষতিকারক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা জঙ্গলমহলের এক ব্যাপক অঞ্চলে কৃষকেরা মাঠেই আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে খড়ের নুড়ি আর খড়। বায়ুদূষণের সাথে সাথে জমির উর্বরতাও নষ্ট হচ্ছে। তবে কৃষকেরা বলছেন তারা মনে করেন এভাবে মাঠের মধ্যেই নুড়ি আর খড় পুড়িয়ে ফেললে জমির উর্বরতা বাড়ে। চাষিদের এই ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল তা বোঝাতেই কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা আনতে পথে নেমেছে কাঁকসা তৃণমূল কিষাণ সেল। কাঁকসা কিষাণ সেলের ব্লক সভাপতি গিরিধারী সিনহা বলেন, তারা কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের কাছে গিয়ে তারা বোঝাচ্ছেন এভাবে আগুনে মাঠের মধ্যেই খড় আর নুড়ি পোড়ালে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। উপকারী জীবাণু মরে যাওয়ার ফলে ক্ষতি হয় জমির। মাটি শক্ত হয়ে যায়। ফলে ফসল আশানুরূপ উৎপাদন হয় না। তৃণমূল কিষাণ সেলের এই নেতা বলেন, কৃষকেরা অনেকটাই সচেতন হয়ে উঠছে এবং তারা বন্ধ রেখেছে মাঠের মধ্যেই খড়ের নুড়ি পোড়ানো।

নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ বনকাটিতে নাবালিকার গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত উদ্ধার দেহ উদ্ধার নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বনকাটি পঞ্চায়েতের শ্যামবাজার কলোনিতে নাবালিকা মিতা মন্ডল (১৫) কে ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে দেখে তার মা। শনিবার রাতে মিতার মা ঘরে ঢুকে দেখে মিতা গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। মিতার পরিবারের সদস্যরা অবাক এভাবে নাবালিকা মিতা কি কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেল। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মিতার বাবা সঞ্জিব মন্ডল কর্মসূত্রে কেরালায় থাকেন। তাকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পরিবার সূত্রে। কাঁকসা পুলিশ অবশ্য মৃত্যুর কারণ জানাতে পারে নি। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে তদন্ত চলছে এবং ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। বনকাটি এলাকায় চাঞ্চল্য এই নাবালিকার মৃত্যুকে ঘিরে।

তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সেলের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গলসির কুরকুবায় বৃন্দাবনপুরে হয়ে গেল তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সেলের সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন, কিষাণ সেলের ব্লক সভাপতি সত্যেন মল্লিক, ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব চৌধুরি, নবকুমার হাজরা এবং শৈলেন হালদার। কিষাণ সেলের পক্ষ থেকে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয় কুরকুবায়। সম্মেলনে বক্তারা সিপিএম জমানায় এলাকার কৃষকদের উপর অত্যাচারের ঘটনা তুলে ধরেন। ১৪ বছর পর এই প্রতমবার কুরকুবা অঞ্চল বোরো চাষের জন্য জল পাচ্ছে। বক্তারা সিপিএমের সমালোচনা করে বলেন, মেহেমুদ জাহেদি যখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন তখন এলাকার মানুষ জল পায় নি বোরো চাষে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কুরকুবা বোরো চাষের জন্য জল পাচ্ছে। বিজেপির সমালোচনা করে বক্তারা বলেন, বিজেপি নেতারা গ্রামাঞ্চলে আসছেন আর মারবো-খুন করবো বলে হুমকি দিচ্ছেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আসছেন উন্নয়ণের কথা বলছেন এবং কাজ করছেন। প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেয়।

আসানসোলে গুলিতে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হলেন এক হোটেল কর্মী। মৃতের নাম হরিরাম লায়েক (৫০)। বাড়ি পুরুলিয়াতে। ঘটনা আসানসোলের জামুরিয়া থানার ইকড়াতে। ঘটনার তদন্তে জামুরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পেশায় হোটেল কর্মী হরিরাম জামুরিয়ার একটি হোটেলে কাজ করতেন। শনিবার কিছু নিয়ে বচসা হয়। হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় বলে অভিযোগ। জামুরিয়া থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে জামুরিয়া থানার পুলিশ।

এক ছাত্রীর যন্ত্রনার ছবি ভাইরাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ হাসপাতালের বেডে রক্তাক্ত যন্ত্রণাকাতর এক ছাত্রীর ছবি ভাইরাল করে বিতর্কের মুখে এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। আর মুখে হাসি নিয়ে সেই যন্ত্রণা কে উপভোগ করার সাক্ষী এক পুলিশ কর্মী। দুর্গাপুরে এই ভিডিও ভাইরাল নিয়ে তোলপাড়। গত ২৬ ডিসেম্বর রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর লিঙ্ক রোডে হঠাৎ একটি মেয়ের কান্না শুনতে পান ১৭ নং ওয়ার্ডের ওই লিঙ্ক রোড এলাকার বাসিন্দা শ্রীকান্ত পরামানিক। ওই মেয়েটির কাছে যেতেই শ্রীকান্তবাবু দেখেন, তার হাত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। গোটা হাত ধারালো ব্লেড দিয়ে চেরা। যন্ত্রণাকাতর মেয়েটিকে শ্রীকান্তবাবু লিঙ্করোডে দাঁড় করিয়ে পুলিশকে ডাকেন। ঘটনাস্থলে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। গাড়িতে ওই রক্তাক্ত যন্ত্রণাকাতর মেয়েটিকে তারা নিয়ে যান দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। শীতের রাতেও ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে শ্রীকান্ত পরামানিকও যান হাসপাতালে। একটি মেয়ের জীবন রক্ষার্থে এতক্ষণ পর্যন্ত ১৭ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী শ্রীকান্ত পরামানিক এবং দুর্গাপুর থানার দুই কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর তাগিদকে সম্মান জানানো যায়। কিন্তু তারপরেই এক অন্য ছবি। ওই রক্তাক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার আর ছটফট করতে থাকা মেয়েটির হাতে যখন চিকিৎসা শুরু হয় তখনি চালু হয় শ্রীকান্তবাবুর মোবাইল। ক্যামেরাতে ওই মেয়েটির যন্ত্রণার সাথে সাথে পরিষ্কার ফুটে ওঠে পুলিশ কর্মীর মুখের চওড়া হাসির ছবি। আর শ্রীকান্তবাবু এই ছবি তার বন্ধুদের মোবাইলে ছড়িয়ে দিয়ে সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজটি করেন। এই তৃণমূল কর্মী যদিও ফোনে জানান, আমি বুঝতে পারিনি আমি যাদের পাঠিয়েছিলাম তারাই ছবিটি ভাইরাল করে দেবে। আর পুলিশ কর্মী মহম্মদ গোলামকে দেখা যাচ্ছে হাসিমুখে। তার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। মেয়েটি এখন সুস্থ হয়ে বাড়িতে। তার হাতে ড্রেসিং হচ্ছে। কিন্তু তার এই ছবি এখন মোবাইলে মোবাইলে ঘুরছে শিল্পশহরে। যারা ওই যন্ত্রণাকাতর মেয়েটিকে এই শীতের রাতে বাঁচাতে মানবিক মুখ নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তারাই কিনা তার ছবি ছড়িয়ে দিলেন।

বর্ধমানে জয়ী বাংলার মেয়েরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় সাই দলকে হারিয়ে বাংলার মেয়েরা জয়লাভ করল। শনিবার ফাইনাল খেলায় জয়লাভ করে মেয়েরা। জানা গিয়েছে যে, ২৫ ডিসেম্বর দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা ছেলেমেয়েরা ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার সঙ্গে ছিল সাই দল। মোট ৪৮টি দল বর্ধমানের চারটি মাঠে অনুষ্ঠিত ৪৪ তম জাতীয় জুনিয়ার ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ৪৮টি দলের মধ্যে ২৬টি ছিল ছেলেদের। আর ২২টি ছিল মেয়েদের। গত শুক্রবার মেয়েরা ৩-০ সেটে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল মেয়েরা। শনিবার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দিন টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সাই দলকে পরাজিত করে। আরও জানা গিয়েছে যে, প্রথম দুটি সেটে বাংলার মহিলা দল পরাজিত হয়। এরপরে ভাবমূতি ফিরে আসে মহিলা দলে। সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায় মহিলা দলের লড়াই করার ক্ষমতা। পরপর তিনটি সেটে বাংলার মহিলারা জয়লাভ করতে থাকে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটে জয়লাভ করতে থাকে বাংলার মহিলারা। এদিন বাংলার মহিলাদের পুরস্কার এবং সম্মানিত করেন ও ট্রফি তুলে দেন পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব। উপস্থিত ছিলেন ভলিবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ফেডারেশনের সভাপতি রথীন রায় চৌধুরী, মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, বিধায়ক অলোক মাঝি, প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক, বনবিহারী যশ ও উত্তম সেনগুপ্ত-সহ অনেকে।

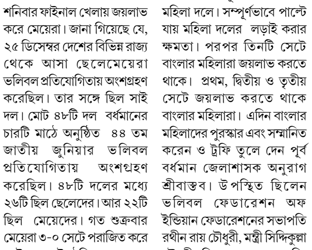

মানকর সাহেবডাঙার এক আদিবাসী রমণী পানীয় জল নিয়ে আসছেন সাইকেলে চড়ে। নিজস্ব চিত্র

ডাকাতি করতে এসে গুলি আহত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরে এক মার্বেলের দোকানে এসে ডাকাতদল গুলি চালায়। ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে গুলি লেগেছে দোকানের মালিকের ভাগ্নে সনু বর্মনের। সনুর ডান হাতে গুলি লাগে। ডাকাত দল দোকানের ক্যাশ থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জখম সনুকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বর্ধমান শহরের নবাবহাট খালপাড়ায়। জানা গিয়েছে যে, শনিবার রাতে মার্বেলের দোকানে ৬ জনের একটি ডাকাত দল ঢোকে। ডাকাত দলকে বাধা দিতে যায় সনু। তখন দুষ্কৃতীরা নিজেদেরকে বাঁচাতে গুলি ছোড়ে। গুলি লাগে সনুর ডান হাতে। আরও জানা গিয়েছে যে, দোকানের মালিক ঐ সময় একটু বাইরে গিয়েছিলেন। দোকানে সেরকম লোকের আনাগোনা না থাকার কারণেই দুষ্কৃতীরা দোকানে চলে আসে। দোকানের ক্যাশ ভেঙে তিন লক্ষাধিক টাকা লুট করতে গেলেই গুলি ছোড়ে। গুলি লাগে সনুর ডান হাতে। বর্ধমান থানার পুলিশ জানিয়েছে যে, আমরা দুষ্কৃতীদের ধরতে সমস্ত রকম তদন্ত শুরু করেছি। এই ধরণের ঘটনা ঘিরে বর্ধমান শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মন্তেশ্বরে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ রবিবার মন্তেশ্বর ব্লকের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে শতাধিক তৃণমূলের ও সিপিএম থেকে কর্মী-সমর্থক যোগদান করল বিজেপিতে। রাউথ গ্রামে এদিন বিজেপির একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল-সিপিএম থেকে আসা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বিজেপির পতাকা তুলে দেন ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সৌগত দে। উপস্থিত ছিলেন গদাধর বারিক-সহ অনেকে। ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সৌগত দে অভিযোগ করেন যে, আজ বিজেপি দল অনেকটাই শক্তিশালী হয়েছে। তৃণমূলীদের সন্ত্রাস এলাকার শান্তি বিঘ্নিত করছে। তৃণমূলের নেতারা ভয় পেয়ে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে এবং মাঝেমধ্যেই অশান্তি বাঁধিয়ে মারধর করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে মন্তেশ্বরে ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে তৃণমূল ও সিপিএমে। সৌগত দে অভিযোগ করেন যে, মন্তেশ্বর ব্লকের বাঘাসন, জামনা, বামুনপাড়া, মামুদপুর, কাইগেরাম, পুটশুড়ি, শুশুনিয়া-সহ বহু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তৃণমূল এবং সিপিএম থেকে দলে দলে বিজেপিতে যোগদান করছেন বলে তার দাবি।

কিষাণ মান্ডিতে চালু কাপড় হাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার চালুর ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল চলতি মাসেই কিষাণ মান্ডিগুলো চালু করে ফেলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিতে নানাবিধ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার জন্য কিষাণ মান্ডি চালু করার কাজ চলছে। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ কালনা ১ নম্বর ব্লকের কিষাণ মান্ডিতে তাঁত কাপড় হাট বসানোর ব্যবস্থা করে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন শতাধিক তাঁত ব্যবসায়ীরা এই কিষাণ মান্ডিতে অনুষ্ঠিত তাঁত কাপড় হাটে বেচাকেনা শুরু করেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতি সপ্তাহের শনিবারে এই তাঁত কাপড় হাট বসবে। তিনি বলেন, শুধু তাদেরকেই কিষাণ মান্ডি ব্যবহার করবে তা নয় কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্য এই কিষাণ মান্ডিতে বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। সমস্ত ধরণের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য এখানে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও এদিন বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নানা উন্নয়ণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। দুই মেধাবী ছাত্রের হাতে ল্যাপটপ তুলে দিয়েছেন মন্ত্রী। এছাড়াও তিনশতাধিক চাষির হাতে ব্যাটারি চালিত স্প্রে মেশিন এবং তিনশতাধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারীকে দুধবহনের জন্য ক্যান তুলে দেন মন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী দিন আরো ১৫ জন ছাত্রের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন কালনা ১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক দেবলীনা সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল, পঞ্চায়েত প্রধান শিউলি মল্লিক-সহ অনেকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিক উন্নয়ণমুখী কাজ চলছে এবং বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222